29

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...06 APR 1996...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

ছাত্রদলের 'কালো তালিকা'

খালেদা জিয়ার পদত্যাগের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত এক ছাত্রসভায় গণআন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণাকারী দেশের প্রথম সারির বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবীদের নামে একটি 'কালো তালিকা' পাঠ করে শোনানো হয়, সম্ভবত আগের দিন বিএনপি নেতাদের অসহিষ্ণু বক্তৃতায় 'উদ্বুদ্ধ' হয়েই। ছাত্রদলের সভাপতি 'কালো তালিকা'ভুক্ত ব্যক্তিদের যেখানে পাওয়া যাবে সেখানেই তাদের 'শায়েস্তা' করার নির্দেশ দেন। পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য মহিউদ্দিন খান আলমগীর, নাট্যশিল্পী রামেন্দু মজুমদার ও তারানা হালিমের নামোল্লেখ করে তিনি যে ভাষা ব্যবহার করেন, পত্র-পত্রিকায় তা দেখতে পেয়ে সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেছেন। সেদিনই শিক্ষা ভবন সংলগ্ন কার্জন হল মোড়ে ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীরের গাড়িতে গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটে। ভাগ্য ভালো যে, তিনি আঘাতপ্রাপ্ত হননি। জনাব আলমগীর থানায় দাখিলকৃত এজাহারে অভিযোগ করেছেন, বিএনপি ও ছাত্রদলের নেতারা প্রকাশ্য জনসভায় তার প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছিলেন। ছাত্রদলের পক্ষ থেকে অবশ্য অভিযোগ অস্বীকার করা হয়। তা না হয় হলো, কিন্তু ছাত্রদলের সভাপতি ও ঢাকা মহানগর ছাত্রদলের সভাপতি 'কালো তালিকা'ভুক্ত দেশের সেরা নাগরিকদের শাস্তিদানের যে প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়েছেন তা কি অস্বীকার করা যাবে? এ ধরনের উস্কানিমূলক বক্তব্য প্রদান শাস্তিযোগ্য অপরাধও বটে। এধরনের বক্তব্য প্রদানের পর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ওপর যে কেউই হামলা করুক, উস্কানিমূলক বক্তব্য প্রদানকারী ব্যক্তির ওপরও তার দায়দায়িত্ব খানিকটা বর্তায় বৈকি।

গত ২রা এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি হলে পুলিশ অভিযান চালালে বেশকিছু অস্ত্র ও সন্দেহভাজন ব্যক্তি ধরা পড়ে। ঘটনার পরপরই মিছিল ইত্যাদি শেষে দেয়া এক প্রতিক্রিয়ায় ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ বলেন, 'র'-এর এজেন্টরা নাকি হলে অস্ত্র ঢুকিয়ে ছাত্রদলের নেতাদের গ্রেফতার করাচ্ছে। এ ধরনের হাস্যকর কৈফিয়ত কি কেউ বিশ্বাস করবে? খালেদা জিয়ার গোটা শাসনামলে ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা দেশজুড়ে একের পর এক যেসব কান্ড করেছেন, লোকে সেগুলো ভুলে যায়নি। বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীরা তাদের নিয়ে গর্ব করতেন, তাদের নানা নামে ডাকতেন, উৎসাহ দিতেন। বিরোধীদলকে 'অচল' করে দেয়া থেকে শুরু করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন দমনের কাজে ছাত্রদলের 'ক্যাডার'দের কিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, তাও মানুষের স্মৃতিতে এখনও উজ্জ্বল। তবু সবাই আশা করেছিলেন, ক্ষমতা হারানোর পর বিএনপি ও তার 'মূল শক্তি' বলে পরিচিত ছাত্রদলের নেতারা আত্মসমালোচনা করবেন, সংযত হবেন। কিন্তু সে আশার গুড়ে বালি।

আত্মসমালোচনার বদলে তারা সভা ডেকে উস্কানিমূলক বক্তব্য দিচ্ছেন। প্রতিপক্ষ শান্তির আহ্বান জানালেও তারা 'পাল্টা আঘাতের' আগাম ঘোষণা দিয়ে রাখছেন। বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবীদের নামে 'কালো তালিকা' প্রকাশ করে সভা ডেকে মৌলবাদীদের মতো 'শায়েস্তা' করার ঘোষণা দিচ্ছেন। মেয়র হানিফ বলেছেন, এটাই নাকি তাদের 'অরিজিন্যাল ফর্ম'। কথাটি সত্য হয়ে থাকলে বলতে হয়, এই 'ফর্ম' গণতান্ত্রিক রাজনীতির সঙ্গে একেবারেই বেমানান।